শামসুন নাহার মাহমুদ

শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক প্রকাশে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ***১৯৯৬*** *সালে প্রথম ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয় এবং ৪ জন মহীয়সী নারীর নামে ৪টি হাউসের নামকরণ করা হয়। চারটি হাউসের মধ্যে অন্যতম "শামসুন নাহার মাহমুদ হাউস"। শিক্ষাকে বেগবান, পরিশীলিত ও শাণিত করার জন্য হাউসগুলো অনেক গুরুত্ব বহন করে। নামকরণ করার ক্ষেত্রে যে-চেতনাটি ধারণ করা হয়েছে তা মূলত বিদ্যানুরাগী, সাহিত্যানুরাগী শামসুন নাহার মাহমুদের সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতাকে কেন্দ্র করে । মহীয়সী নারী শামসুন নাহার মাহমুদ* ***১৯*** *অক্টোবর* ***১৯০৮*** *সালে বর্তমান ফেনী জেলার গুতুমা গ্রামের মুন্সী বাড়ির সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী ও মা আছিয়া খাতুন। বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে নানা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের বাড়িতে মা ও ভাই হাবিবুল্লাহ বাহারের সাথে বেড়ে ওঠেন; পড়াশোনা করেন ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে।* ***১৯৩২*** *সালে বিএ পাশের পর বিদ্যাশিক্ষায় অদম্য স্পৃহার কারণে দশ বছর পর* ***১৯৪২*** *সালে এমএ পাশ করেন।*

পরবর্তীকালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। ***১৯৫২*** *সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন।* ***১৯৬২*** *সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় "আঙুর" পত্রিকায়। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো : পুণ্যময়ী, ফুল বাগিচা, বেগম মহল, আমার দেখা তুরস্ক এবং নজরুলকে যেমন দেখেছি; পেয়েছেন মরণোত্তর "স্বাধীনতা দিবস" পুরস্কার। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তিনি নারীশিক্ষার অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন* ***১৯৬৪*** *সালের* ***১০*** *এপ্রিল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদুষী এই নারী সাহিত্যে ও সমাজসেবায় তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে-দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা বাংলার ইতিহাসে অমলিন হয়ে থাকবে।*